সংবাদ

তারিখ AUG. 24 2006
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

নবপ্রতিষ্ঠিত বগুড়া মেডিকেল কলেজে লোকবল নিয়োগ নিয়ে লুকোচুরি

রাজনৈতিক সুপারিশের পাহাড়, বিপাকে কর্তৃপক্ষ

প্রতিনিধি, বগুড়া

বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালের ৫০৭টি পদে নিয়োগ নিয়ে লুকোচুরি খেলা চলছে। নিয়োগ পরীক্ষা মাসাধিককাল অতিক্রান্ত হলেও চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করতে পারেনি কলেজ কর্তৃপক্ষ। রাজনৈতিক সুপারিশের পাহাড় জমে থাকায় নিয়োগ চূড়ান্ত করতে হিমশিম খাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। অথচ আগামী ৩১ আগস্ট নবপ্রতিষ্ঠিত শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতাল উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে, শজিমেক হাসপাতালের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়। ৫০৭টি পদের জন্য প্রায় ৩৬ হাজার আবেদনপত্র জমা পড়ে। চতুর্থ শ্রেণীর মেধা যাচাইয়ের জন্য শুধু মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন টেকনিক্যাল পদের অনেক প্রার্থী ভুয়া অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট দিয়ে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পায়। ফলে রাজনৈতিক দলের সুপারিশ ও নিয়োগ বাণিজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়।

সরকার দলীয় অনেক এমপি ও নেতার সুপারিশ সংবলিত বহু আবেদনপত্র থাকায় প্রার্থী নিয়োগ বার বার কাটছাঁট করতে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। যেসব প্রার্থীকে নিয়োগ দেয়া হবে তাদের নামের পাশে ওই সব এমপি-নেতার সুপারিশ রয়েছে। এরই মধ্যে নিয়োগ 'কনফার্ম' হয়ে যাওয়ার আশ্বাসে প্রার্থীদের কাছে থেকে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগও পাওয়া গেছে। যারা সুপারিশের খুঁটি ও নিয়োগ বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় প্রথম সারিতে রয়েছে, তারা উল্লসিত। যাদের মেধা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে তারা রয়েছে গভীর উৎকণ্ঠায়।

তৃতীয় শ্রেণীর পদে প্রার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা দিতে হয়েছে। মেধা থাকা সত্ত্বেও এবং ভাল পরীক্ষা দিয়েও অনেকে লিখিত পরীক্ষার দেয়াল অতিক্রম করতে পারেনি। অভিযোগ রয়েছে, প্রশ্নকর্তারা সুপারিশকৃতদের প্রশ্নপত্রের সাজেশন এমনভাবে সরবরাহ করেছেন, যাতে লিখিত পরীক্ষার পর মৌখিক পরীক্ষার সুপারিশের কৌশল নিয়ে যেন কারও মনে কোন সন্দেহ দেখা না দেয়। নিয়োগ কমিটির বাইরে অনেক চিকিৎসককে নিয়োগ পরীক্ষার কাজে লাগানো হয়েছে, যারা সুপারিশ ও বাণিজ্যের 'পারপাস সার্ভ' করতে পারে। রাজনৈতিক বিবেচনায় যারা উত্তম প্রার্থী তাদের অন্তর্ভুক্তিতে যেন কোন বাধা না হয়, সে জন্যই নিয়োগ কমিটির বাইরের চিকিৎসকদের রাখা হয়েছে।

তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে নিয়োগ কমিটির প্রধান কলেজের পরিচালক ডা. মইনুল হাসান সাদিক বলেন, ফলাফল ২/১ দিনের মধ্যেই প্রকাশ করা হবে। তিনি বলেন সুপারিশে নয়, যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে।